দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

৫৪

44

মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রোববার দৌলতপুরের এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেছেন যে, সরকার মেধাবী ছাত্রীদের প্রতি মাসে ৮০ টাকা থেকে ১২০ টাকা বৃত্তি প্রদান করবেন। এই বৃত্তি হবে তিন বছর মেয়াদী। আগামী তিন বচরে এই বৃত্তি বাবদ সরকার সাড়ে তিন শ' কোটি টাকা থেকে ৪০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় করবেন। আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। দেশে নারী শিক্ষার সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের সমান তালে এগিয়ে আসার জন্য এই পদক্ষেপ বিরাট অবদান রাখবে বলে আশা করি।

দেশে নারী শিক্ষা পরিস্থিতি কখনও সন্তোষজনক ছিল না। অথচ নারী শিক্ষা যে কত জরুরী তা বরে শেষ করা যায় না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা অনেক পিছিয়ে। দেশে এখনও সাক্ষরের হার মোট জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ শতাংশে। তার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার ১৪ শতাংশের বেশী নয়। অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী শিক্ষার গুরুত্ব নানা কারণেই অনেক বেশী। লক্ষণীয় যে, যে–পরিবারে মা শিক্ষিত সে পরিবারের কোন সন্তানই নিরক্ষর নয়, থাকতে পারে না। শিক্ষিত মেয়েরা সন্তানের শৈশব থেকেই তাদের পরিচর্যার পাশাপাশি স্বাক্ষ করে তোলায় উদ্যোগী হন। ফলে তাদের সন্তানেরা ন্যূন্যতম লেখাপড়ার সুবিধা ঘরেই পায়। স্কুলে যাবার আগেই ওইসব পরিবারের সন্তানরা অক্ষরজ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ একটি মেয়েকে সাক্ষর করে তোলার অর্থ হল ভবিষ্যতে একটি পরিবারকে অনায়াসে সাক্ষর করে তোলা।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার প্রথম থেকেই নারী শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরকার ইতিমধ্যেই মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং সে বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা প্রদানও শুরু করেছেন। তার ওপর এই বৃত্তির ঘোষণা নারী শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে বলে আশা করা যায়।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও একটি প্রধান সমস্যা ড্রপ আউট। ড্রপ আউটের কারণ হিসাবে আর্থিক দৈন্য তো আছেই, তেমনি মেয়েরা সংসারে ঘর কন্নার কাজে ঢুকে যায় ছেলেদেরও অনেক আগে। তার পরও দেশে মেয়েদের গড়পড়তা বিয়ের বয়স বারো বছরেরও কম। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাইমারী পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করার আগেই তারা সংসারে ঢুকে যায়। ফলে মেয়েদের লেখাপড়ার পাট চুকে যায়। বাল্য বিয়ের ব্যাপারে দেশে আইন প্রচলিত থাকলেও নানা সামাজিক কারণে তার যথাযথ প্রয়োগ নেই। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলে বাবা–মা কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, আবার বিয়ে হয়ে গেলেও লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তিনটি পদক্ষেপ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে বলেই বিশ্বাস। এই তিনটি পদক্ষেপ হল ঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনামূল্যে লেখাপড়ার ব্যবস্থা এবং সবশেষে মেধাবী ছাত্রীদের জন্য তিন বছর মেয়াদী বৃত্তির ব্যবস্থা।

একথা সত্য যে, অনেক মেয়েই ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিতান্ত আর্থিক অসুবিধার জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান বৃত্তি তিন বছর মেয়াদী হওয়ায়, আশা করা যায়, তা একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের এই ধারাবাহিক পদক্ষেপ শীগগীরই আমাদের শিক্ষার অগ্রগতিতে অনুকূল প্রভাব ফেলবে বলে আশা করি। কারণ, যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেদের সঙ্গে সকল মেয়েকে এর আওতায় আনা যায়, তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে মেয়েরা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ছেলেদের সমান থাকবে। তারপর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনায় সুযোগ গ্রহণ করে তারা আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে আর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী বৃত্তি তাদের অগ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত করতে পারে। আমরা এই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে আমরা আশা করি নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক প্রয়াস বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টরাও ঐকান্তিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন।